সংবাদ

তারিখ 12 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

ঢাকা : বুধবার, ১৯ পৌষ ১৪১৯
Dhaka : Wednesday, 2 January 2013

সম্পাদকীয়

ত্রিশ হাজার শিক্ষক ঘাটতি নিয়ে মাধ্যমিক স্কুলগুলোর নতুন বছরের যাত্রা শুরু

সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন ডাইরেক্টরের এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম জানাচ্ছে, দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩০ হাজার ৫০০ শিক্ষকের পদ খালি আছে। সরকারি-বেসরকারি মিলে শিক্ষকের পদের সংখ্যা ২ লাখ ১১ হাজারের মতো। আরও সংকটের কারণ হলো শিক্ষক ঘাটতির মধ্যে ১ হাজার ৭৮৮টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। তেমনি ১১২টি সেকশন টিচার যারা প্রধান শিক্ষকের সমতুল্য। এর অর্থ দাঁড়ায় বছরের পর বছর ধরে শত শত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা প্রধান শিক্ষক ছাড়াই তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের একটি সংগঠন বলছে, দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১৭টিতে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। তেমনি এসব সরকারি বিদ্যালয়ে ৯ হাজার শিক্ষক পদের ১২০০ পদ শূন্য আছে। ফলে এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয় পড়াচ্ছেন এবং তাদের ওপর চাপও পড়ছে। শিক্ষক ঘাটতির ফলে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কী অবস্থা চলছে, তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত, শিক্ষক ঘাটতির প্রধান শিকার গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো।

শিক্ষক ঘাটতির ফলে ঠিকমতো পাঠদান না হলে শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডির ওপর ছেড়ে দেয়। যেসব স্কুল এমপিওভুক্ত তাদের শিক্ষক নিয়োগের ওপর মন্ত্রণালয়ের কতটা নজরদারি আছে বলা কঠিন। অন্যদিকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিয়োগ পান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। কাজটা সম্পন্ন করতে নাকি কমপক্ষে দুই বছর লাগে। প্রতিবছর যত শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেন নতুন নিয়োগ তার চেয়ে অনেক বেশি না হলে মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকের ঘাটতি বাড়তেই থাকবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় ইংরেজি ও গণিত শিক্ষক ঘাটতি হলে। এই দুই বিষয়ে শিক্ষক পাওয়া বেশ কঠিন। এই দুই বিষয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা বাড়িয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ঘাটতি চলতে থাকলে অবধারিতভাবে শিক্ষার মান নিচে নেমে যাবে এবং শিক্ষার্থীরা কোচিংনির্ভর হয়ে পড়বে। আমরা যতদূর জানি, একবার শিক্ষক সংকট নিরসনে স্পেশাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও যে সমস্যার সমাধান হয়নি, তা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভয়াবহ শিক্ষক ঘাটতি বলে দিচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়া উপযুক্ত তরুণদের অভাব নেই। এদের নিয়োগের ব্যবস্থা করে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোটা জরুরি। এ ব্যাপারে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।